প্রকাশনার ৬৩ বছর

সংবাদ

ঢাকা
রোববার
২ চৈত্র ১৪২০
১৬ মার্চ ২০১৪
মূল্য ৮ টাকা

Last Page

গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউআইটিএস ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদকে ক্রেস্ট উপহার দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ –পিআইডি

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতির আহ্বান

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এ জন্য স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ধনী পরিবারের সন্তানদের পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা যাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়, এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদানকালে এ কথা বলেন। বাসস।

অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মোহম্মদের উপস্থিতি। তিনি সমাবর্তন বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বাংলাদেশ সফরে আসার জন্য মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার ব্যক্তিগত ভালোবাসা আছে বলেই তিনি এখানে এসেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা সনদ গ্রহণ করেন। এছাড়া ৬ জন শিক্ষার্থী তাদের ভালো ফলাফলের জন্য স্বর্ণ পদক গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি গ্রাজুয়েটদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে তোমাদের সহায়তা করতে হবে। তোমরা দেশ ও জাতির কাছে ঋণী। তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে তবেই দরিদ্র : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

দরিদ্র : মেধাবী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদের ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতি গঠনের প্রথম সিঁড়ি হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানে শুধু এই নয় যে, অর্থ ও সামাজিক উন্নয়ন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং সবকিছুর উর্ধ্বে দেশপ্রেমকে গুরুত্ব দিতে হবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর আবদুল হামিদ বলেন, মানসম্মত শিক্ষা সময়ের দাবি। চাকরির বাজার অনুযায়ী শিক্ষা পাঠ্যসূচি সাজানো দরকার।

রাষ্ট্রপতি শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ-বিনোদনের সংমিশ্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষায় অবশ্যই জনগোষ্ঠীর প্রতি ভালোবাসা, মানবিকতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক কৌশল থাকতে হবে।

তিনি বলেন, 'সৃষ্টিশীল ও আলোকিত মানুষ তৈরি হয় এমন শিক্ষাই আমাদের দরকার, সার্টিফিকেট নির্ভর অথবা পাঠ্যপুস্তক পড়ুয়া ও গাইড বই মুখস্থ করা বিদ্যা নয়।' শিক্ষা বিশ্ব জ্ঞানলোকের প্রবেশের চাবি হবে- এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'আমি আশা করছি শিক্ষা হবে অন্ধকার ও কুসংস্কারের তালাবদ্ধ কক্ষের খোলা জানালা।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রয়োজন এমন এক শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদের সকল কুসংস্কার, সংকীর্ণতা ও মৌলবাদের মূলোৎপাটনের শিক্ষা দেবে। পাশাপাশি সকল বৈষম্য নিরসনে নানা বর্ণের মানুষের মধ্যে ঐক্যের ওপর জোর দিতে হবে শিক্ষায়। রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য প্রদর্শন করেছে। যেখানে ২০০৫ সালে উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে শিক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ ৫ হাজার সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যা ২২ লাখেরও বেশি। তিনি বলেন, '৭-৮ বছরে উচ্চ শিক্ষার হার দ্বিগুণ করার নজির বিশ্বে বিরল।'

দেশে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বিশ্বের ৪র্থ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'জ্ঞান ও যোগ্যতায় আমরা যদি এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে সক্ষম হই তা হলে খুব শীঘ্রই আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছা দেশের পক্ষে যে কোনভাবেই সম্ভব হবে।' সরকার উচ্চ শিক্ষার উন্নতির দিকে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাসে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউআইটিএস বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং ভিসি ড. মোহাম্মদ সামাদ বক্তৃতা করেন।